গাংনীতে ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে চালকের মৃত্যু, সহকারী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া গ্রামে একটি ইটভাটায় মাটি বহনকারী ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে গাড়িতে থাকা জহিরুল ইসলাম
(৪৫) নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় তার সহকারী সজীব (৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জহিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের মৃত আব্দুল মাজিদের ছেলে। আহত সজীব একই উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের লাল্টু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পোড়াপাড়া গ্রামের ময়নালের থ্রি-স্টার ইটভাটায় মাটি ফেলে ফেরার সময় ড্রামট্রাকটি অসাবধানতাবশত ইটভাটার বৈদ্যুতিক সংযোগের মেন তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এতে মুহূর্তেই ট্রাকটি বিদ্যুতায়িত হয়।

বৈদ্যুতিক তারের আগুনে ঝলসে ঘটনাস্থলেই চালক জহিরুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ সময় গুরুতর আহত অবস্থায় সহকারী সজীবকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ড্রামট্রাকের মালিক কাফিরুল ইসলাম জানান, নিহত জহিরুল ইসলাম প্রায় ৫ বছর ধরে তার ড্রামট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। রাতে ইটভাটায় মাটি রেখে ফেরার সময় অসাবধানতাবশত ট্রাকের ড্রাম পুরোপুরি নামানো না থাকায় সেটি বৈদ্যুতিক খুঁটির মেন তারের সঙ্গে স্পর্শ করে বিদ্যুতায়িত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ

আলমডাঙ্গার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম আর নেই

আলমডাঙ্গায় সৈয়দ সাজেদুল হক মুনির মেজো ভাই, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক আলহাজ্ব সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন।

গতকাল রবিবার ভোর ৪টার দিকে অসুস্থজনিত কারণে ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কুমারী খন্দকারপাড়া পারিবারিক গোরস্থানে জানাজা শেষে মরদেহ দাফন করা হয়। জানাজায় কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কাদের, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মজিবর রহমান, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, রুনু খন্দকার, সাবেক ইউপি সদস্য মহাসিন আলী, বর্তমান ইউপি সদস্য সুক চাঁদ আলী, মাওলানা সাদেকুর রহমান, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, শ্যামপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার আখতারুজ্জামান, সমাজসেবক মোজাম্মেল হক, শামসুজ্জোহা শাবুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা পড়ান কুমারী খন্দকারপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সোনামিয়া।

মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন।

২৪ এর গণ-অভুত্থ্যান ছিল অবধারিত: মনির হায়দার

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেটি ছিল অবধারিত—এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। তিনি বলেন, “এটার কোনো বিকল্প ছিল না। এটা ঘটবার জন্য যা যা করার, তার ষোল কলা পূর্ণ করেছিল বিগত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা।”

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে “গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী মেহেরপুর: আজ ও আগামী” শীর্ষক এক সুধীজন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা, নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক শাকিল আহমেদ, সরকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, মেহেরপুর জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আতিফ আহমেদ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি, মেহেরপুরের উন্নয়ন সম্ভাবনা, এবং আগামী দিনের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

চাকরী স্থায়ীকরণের দাবিতে ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ অফিসের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি

চাকরি স্থায়ীকরণ, বয়সসীমা শিথিলসহ ৪ দফা দাবীতে কর্মবিরতি দিয়ে বিক্ষোভ করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে ৩য় দিনের কর্মসূচী হিসেবে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে অবস্থান নেয় লাইন সহকারীরা। সেসময় আন্দোলকারীরা তাদের দাবী সম্বলিত নানা দাবী তুলে শ্লোগান দেন। এই কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, রিপন হোসেন, শাহীন আলম, শাকিল আহম্মেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকরি স্থায়ী করছেন না। বক্তারা, চলমান নিয়োগ সংশোধন ও লাইন সাহায্যকারী (গ্যাটিস) শ্রমিকদের চাকরী স্থায়ীকরণ, বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল, বিকলাঙ্গ শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী স্থায়ী ও মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারের সদস্যের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রদাণের দাবী জানান।

বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলন চালিয়ে গেলেও আজও তা পুরণ হয়নি। বর্তমানে আমরা নতুন কর্মসূচী হাতে নেওয়ার পর একটি মহল আমাদেরকে নানা ভাবে হেনস্থা করছে। এমনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে দেশের কয়েকটি স্থানে। দ্রুত এসব বন্ধ ও তাদের দাবী পুরণ করা না হলে কঠোর কর্মসূচী দেওয়ার ঘোষণা দেন।

ঝিনাইদহে স্বাস্থ্য সহকারীদের ৬ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

৬ দফা দাবি আদায়ে ঝিনাইদহে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে স্বাস্থ্য সহকারীরা।

মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকালে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় চত্বরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন সদর উপজেলা শাখার আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচিতে দাবি সম্বলিত ব্যানার, লিফলেট নিয়ে উপজেলার সকল স্বাস্থ্য সহকারীরা অংশ নেয়।

সেসময় হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুর রাকিব, সাধারন সম্পাদক কাজল কুমারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তরা বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত করে ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান ও ১১তম গ্রেডে বেতন স্কেল উন্নীত করাসহ ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষনা হুশিয়ারি দেন তারা।

মেহেরপুর সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক সঙ্কট, জনবল সঙ্কট রয়েেছে এবং একই চিত্র সারা বাংলাদেশেরই। বিদ্যমান অবস্থায় সমন্বিত চেষ্টায় যাতে

স্থানীয়রা ভালো চিকিৎসসেবা পান এ লক্ষ্যে আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। আমি চাই হাসপাতালে পরিবেশটা অন্ততপক্ষে সুন্দর থাক । কারণ হাসপাতালে পরিবেশ সুন্দর না থাকলে একজন রোগীর সাথে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আজ শুক্রবার (৩০ মে) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

মনির হায়দার বলেন, “সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষ যেন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসাসেবা পায়। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। এখানে যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে কথা বলেছি তাদেরকে হাসপাতালের পরিবেশ টা যেন সুন্দর থাকে এবং সুইপারদেরকে নিয়মিত দিনে একবার যেন আবর্জনা গুলো ফেলে দেয় সেগুলোর ব্যপারে কথা হয়েছে। তাহলে কিছুটা পরিবেশ সুন্দর হবে। এটি পৌরসভার কাজ এই হাসপাতালে মাত্র দুইজন সুইপার নিয়োজিত। এই দুইজনের পক্ষে এত বড় একটি হাসপাতাল পরিষ্কার করা সম্ভব না । আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে এই সংকট দূর করা যায়। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিভাবে তারা সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ সুন্দর রাখার কাজটি চালিয়ে যেতে পারে সেটা যেন করে।

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ আহমেদ, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম, সিভিল সার্জন এ.কে.এম. আবু সাঈদ এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহান পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।
তিনি হাসপাতালের বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ডসমূহ, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র এবং রোগীদের অবস্থা ঘুরে দেখেন। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সেবার অভিজ্ঞতা জানেন এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেন।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিতে

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

“নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কর্মস্থল তৈরিতে করণীয়” বিষয়ক এই মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১ দিনের সরকারি সফরে সড়ক পথে আজ সকালে তিনি নিজ জেলা মেহেরপুরে আসেন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুতের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চাকুরীর বয়স শিথিল করে শূন্য কোঠায় দৈনিক মজুরী ভিত্তিক স্থায়ীকরণের দাবীতে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কর্মবিরতি দিয়ে বিদ্যুৎ অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি অফিসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, মশিউর রহমান, টিপু সুলতান, শাহিন আলম, আমির হোসেন, মিঠু শেখসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় আন্দোলনকারীরা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকুরী স্থায়ী করছেন না। তাই অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। তাদের চাকুরী স্থায়ী করণের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচী চলমান থাকবে বলেও হুশিয়ারি দেন । এদিকে লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি পালন করায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে জেলার বিদুৎ গ্রাহকদের।